গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। যথা : দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অনলাইনে উপবৃত্তি প্রদান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের অনলাইন এম.পি.ও. কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন-লাইনে বদলি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, কম্পিউটার ল্যাব এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উন্নততর পাঠদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদের আই.সি.টিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষাক্ষেত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের মধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো :

১. ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া এবং বাল্য বিবাহ রোধ ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করছে। মাউশি অধিদপ্তর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩৫ লাখ ৩৭ হাজার ৮০৩ জন শিক্ষার্থীর মাঝে (ছাত্র- ১১৬৬৬১১+ ছাত্রী-২৩৭১১৯২) ৫৮৯ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা (ছাত্র- ১৮৪০২.২ + ছাত্রী- ৪০৫৪৩.৯) বিতরণ করেছে।

- মাধ্যমিক স্তরের ৩টি উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ২৯ লাখ ৩৫ হাজার ৮০৩ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্র- ১০৪৬৬১১+ ছাত্রী-১৮৮৯১৯২) মাঝে ৪২৬ কোটি ৯২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা (ছাত্র- ১৫১৫১.৩৬ +ছাত্রী- ২৭৫৪০.৬৭) বিতরণ করেছে।
- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তি প্রাপ্ত ৬ লক্ষ ২ হাজার (ছাত্র- ১,২০,০০০+ ছাত্রী-৪৮২০০০) শিক্ষার্থীর মাঝে ১৬২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৯৭ হাজার (ছাত্র-৩২৫০.৭৯+ ছাত্রী-১৩০০৩.১৮) টাকা বিতরণ করেছে।

মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ নিম্নোক্ত টেবিলে দেখানো হলো :

ক: নং	প্রকল্পের নাম	উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা			বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১	মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি-২য় পর্যায় প্রকল্প	৪৭১৬০৪	৯৩৪১২৮	১৪০৫৭৩২	৮২৩৬.৩৭	১৬৪৩২.২০	২৪৬৬৮.৫৭
২	সেসিপ প্রোগ্রাম	৯৮৬৮৫	১৯৩৯৫৩	২৯২৬৩৮	২১৬৫.০০	৩৬৩৫.০০	৫৮০০.০০
৩	সেকায়েপ প্রকল্প	৪৭৬৩২২	৭৬১১১১	১২৩৭৪৩৩	৪৭৪৯.৯৯	৭৪৭৩.৪৭	১২২২৩.৪৬
মোট (মাধ্যমিক স্তরের)		১০৪৬৬১১	১৮৮৯১৯২	২৯৩৫৮০৩	১৫১৫১.৩৬	২৭৫৪০.৬৭	৪২৬৯২.০৩
৪	উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি	১২০০০০	৪৮২০০০	৬০২০০০	৩২৫০.৭৯	১৩০০৩.১৮	১৬২৫৩.৯৭
সর্বমোট		১১৬৬৬১১	২৩৭১১৯২	৩৫৩৭৮০৩	১৮৪০২.২	৪০৫৪৩.৯	৫৮৯৪৬.০০

এ ছাড়াও মাউশি অধিদপ্তরের উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং মা সমাবেশের আয়োজনের মাধ্যমে নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বসহ শিক্ষার বিভিন্ন ইতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি-২য় পর্যায় প্রকল্পের ম্যাধমে ৪৩৫টি মা-সমাবেশে ৮৭ হাজার মা উপস্থিথ ছিলেন।

চিত্র ১: মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি-২য় পর্যায় প্রকল্পের ম্যাধমে অনুষ্ঠিত মা সমাবেশ

২. মেধাবৃত্তি :

মাউশি অধিদপ্তরের মেধাবৃত্তির আওতায় প্রাথমিক হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উপজাতীয় উপবৃত্তি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি ও অটিস্টিক ব্যতীত) ও অটিস্টিক উপবৃত্তি এবং পেশামূলক উপবৃত্তি বিষয়ক তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন মেয়াদে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। উক্ত মেধাবৃত্তির আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ২ লক্ষ ২১ হাজার ৩৫৯ জন শিক্ষার্থীকে ২১৯ কোটি ৪০ লক্ষ ১ হাজার ৭০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

নিম্নে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

	বৃত্তির ধরণ	বৃত্তির সংখ্যা	পরিমান (টাকা)
মেধা/সাধারণ	পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বৃত্তি (৬ষ্ঠ হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত মেধা ও সাধারণ বৃত্তি)	২০৩৬৩৪	২১১০৮৮৮২০০
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উপজাতীয় উপবৃত্তি	খ্রীস্টান	৪০৫	৯২২৫০০
	বৌদ্ধ	৬৭০	১৫৩৩০০০
	তফসিলী (হিন্দু)	৬২২৫	১৩৪৭৭৫০০
	সশস্ত্র বাহিনী	৬৬০	১৫৩০০০০
	উপজাতীয় (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)	৮০০	১৯৩৫০০০
	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	৮৫০	৬৬৬০০০০
	প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি ও অটিস্টিক ব্যতীত)	৫৫৫	৫০৬২৫০০
	অটিস্টিক	৩৩০	২৪৭৫০০০
পেশামূলক উপবৃত্তি		৭২৩০	৪৯৫১৮০০০
সর্বমোট বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ		২২১৩৫৯	২১৯৪০০১৭০০

৩. স্কুল এবং কলেজ জাতীয়করণ :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের জন্য ৩২৫টি বিদ্যালয়ের সদয় সম্মতি প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে ১৪২টি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারিকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জি.ও জারীকৃত ১৪২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক-কর্মচারীর আত্তীকরণ করা হয়েছে এমন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬টি।

প্রতিটি উজেলায় একটি করে বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পাওয়া ৩০১টি কলেজ এর মধ্যে ২৯৮টি কলেজের পরিদর্শন প্রতিবেদন ও ডিড অফ গিফট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয়করণৃকত (২০০৯-২০১৬ সাল পর্যন্ত) ৪০টি সরকারি কলেজের পদ সৃজন, এডহক নিয়োগ ও নিয়মিতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪. সরকারি স্কুল সম্পর্কিত তথ্যাদি :

২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৩৫ তম বি.সি.এস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত নয় এমন ৬০৬ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং ৩৬ তম ৩৩৪ জনের মেডিকেল প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও মাধ্যমিক শাখা সরকারি স্কুলে শিক্ষক শুন্যতা দূর এবং গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিশেষ বি.সি.এসের মাধ্যমে ১৩৭৮ জনকে (বিষয়ভিত্তিক) সরকারি স্কুলে সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা পদায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৫. সরকারি কলেজ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

সরকারি কলেজেসমূহের বি.সি.এস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন স্তরের (প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পর্যায় পর্যন্ত) বিভিন্ন বিষয়ের মোট ১২,৫৮৮টি সমন্বিত পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রস্তাব অনুমোদিত হলে সরকারি কলেজের শিক্ষক সংকট দূরীভূত হবে এবং শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অধ্যাপক পর্যায়ের ৪র্থ গ্রেডের ৫২৪টি এবং ৩য় গ্রেডের ০৭টি পদকে দ্বিতীয় গ্রেডে উন্নীতকরণের প্রস্তাব প্রণয়ন এবং তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও সহযোগী অধ্যাপক হতে অধ্যাপক পর্যায়ে পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে ১০৯৩ জন কর্মকর্তার খসড়া তালিকা এবং পদোন্নতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ে পদোন্নতির জন্য খসড়া তালিকা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সহযোগী হতে অধ্যাপক পর্যায়ে ২৭৪ জন, সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ে ৪৯৫ জন, এবং প্রভাষক হতে সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ে ৪২২ জন বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী ৩টি ধাপে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদানের লক্ষ্যে ৯৮ জন কর্মকর্তার (৭ম গ্রেড-৩৫ জন, ৫ম গ্রেড-১৯ জন ও ৪র্থ গ্রেডে টাইম স্কেল-৪৪) জি.ও জারী এবং প্রভাষক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ৮৭২ জনের স্থায়ীকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

College Management Information System (CMIS) এর মাধ্যমে (ঢাকা মহানগর ব্যতীত) বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রভাষক ও সহকারি অধ্যাপক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলির আবেদন অন-লাইনে গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এম.পি.ও. সংক্রান্ত :

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪ হাজার ৯৭০ জন (নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যায়-৩১০ জন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৪৬৬০ জন), বেসরকারি কলেজের ২ হাজার ৫৬৬ জন (উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ-১১৬৫ জন এবং ডিগ্রী কলেজ-১৪০১জন) এবং বেসরকারি মাদ্রাসার ১ হাজার ৩৮৬ (দাখিল-৮৮৭, আলিম-২১২ ফাজিল- ২৬৬, কামিল-২১) জন অর্থাৎ সর্বমোট ৮ হাজার ৯২২ জন শিক্ষক কর্মচারীকে এম.পি.ও.ভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বেসরকারি বিদ্যালয় ৮৩টি (নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যায়-১৮ মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৬৫) বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ-১টি এবং বেসরকারি দাখিল মাদ্রাসা ৩টি অর্থাৎ ৮৭টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে ১৩/১১/২০১১ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের পরে অনুমোদিত অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা, বিষয়/বিভাগ, বিজ্ঞান ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত বেসরকারি স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ৭১৪৬ জনের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪২১৩ জনের এমপিও প্রদানের বিষয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে এম.পিও অনুমোদিত হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীদের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ২০১৫ সাল থেকে মাউশি অধিদপ্তরের বেসরকারি স্কুল ও কলেজ শাখা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যুগপদভাবে নিরলস পরিশ্রম করে যুগের চাহিদাকে মূল্যায়ন করে শিক্ষক-কর্মচারীর পদ বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১২/০৬/২০১৮ তারিখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এর জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা ২০১৮ জারি হয়েছে। ফলে ১৮,৫৬২ টি (ইএমআইএস-সেলের মত অনুযায়ী) এম.পি.ও. ভুক্ত স্কুল ও কলেজে ব্যাপক শিক্ষক-কর্মচারীর নতুন পদ সৃষ্টি করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিদ্যালয় ও পরিদর্শন শাখার ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতির জন্য ফিডার পদ ৪ বছরে এর স্থলে ৫ বছর নির্ধারন করা (ফিডার পদ : সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার), প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, জেলা শিক্ষা অফিসার, বিদ্যালয়

পরিদর্শক/পরিদর্শিকা ও সহকারী পরিচালক এর পদ (৬ষ্ঠ গ্রেডে) পরস্পর বদলীযোগ্য এবং ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদ থেকে ৫ম গ্রেডের আঞ্চলিক উপপরিচালক পদে পদোন্নতির বিধান সংক্রান্ত বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

মাউশি অধিদপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রতিষ্ঠিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখার জন্য ০৯টি পদ সৃজন করার নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রধান শিক্ষকের রেজিস্টার এবং সকল শিক্ষককে শিক্ষকের ডায়েরি প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে ৯২,০০০টি ISAS ম্যাটেরিয়াল, ৪,৬০০০টি প্রধান শিক্ষকের রেজিস্ট্রার এবং ৮,২০,০০০টি শিক্ষকের ডায়েরি প্রিন্টিংয়ের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের Educational Management and Information System (EMIS) Up gradation-এর লক্ষ্যে ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন এবং নির্বাচিত ফার্মের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেসিপ এর অর্থায়নে টেকনোভিস্টা লিমিটেড নামক সফটওয়্যার কম্পানির মাধ্যমে ইএমআইএস-সেলসহ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সফটওয়্যার আপগ্রেড/ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলছে। সফটওয়্যার মডিউলসমূহ নিম্নরূপ:

- এম.পিও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- ইন্সটিটিউট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইএমএস)
- একাডেমিক সুপারভিশন (ই-মনিটরিং সিস্টেম)
- লার্নিং ফ্যাসিলেটর কম্পিটেনসি স্ট্যান্ডার্ড (এলএফসিএস)
- পারফরমেন্স বেইজড ম্যানেজমেন্ট (পিবিএম)
- মেসেজ কমিউনিকেসন সিস্টেম (এমসিএস)
- ডকুমেন্ট আর্কাইভিং সিস্টেম
- ট্রেইনিং ইনফরমেসন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (টিএমআইএস)
- হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এইচআরএমএস)

চিত্র ২ : মাউশি অধিদপ্তরের ইএমআইএস আপগ্রেডেশনের লক্ষ্যে টেকনোভিস্তা লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এখানে উল্লেখ্য যে, সফটওয়্যার কম্পানি টেকনোভিস্টা লিমিটেড ইতোমধ্যে ইন্সেপশন রিপোর্ট দাখিল করেছে। এমপিও ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপ এবং আইএমএস, পিবিএম ও এইচআরএমএস মডিউল এর ওপর ৪টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সফটওয়্যার আপগ্রেডেশনের এর কাজ সম্পন্ন হবে।

৭. শিক্ষক প্রশিক্ষণ

- মাউশি অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ শাখার উদ্যোগে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৭ হাজার ৪৮৪ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং এস.এম.সি সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ হলো : ৫০০ জন প্রভাষককে ৪ মাস মেয়াদী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং অধিদপ্তরে কর্মরত ১৪০ জন কর্মচারীকে ৫ দিনের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সহযোগী অধ্যাপকগনের ১৬০ জন ৪৫ দিন মেয়াদের এসিইএম কোর্স, অধ্যাপকগনের ১১৯ জন ৪৫ দিন মেয়াদের এসএসসিইএম কোর্স ।

  সেসিপ প্রকল্প এর মাধ্যমে ১০০ জন কর্মকর্তাকে ৩ দিনের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কোর্স, সিপিটিইউ কর্তৃক আয়োজিত ২১ দিনব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন্স প্রশিক্ষণ কোর্স ২৭ জনকে প্রদান করা হয়েছে। ইউনিসেফের সহযোগিতায় ১২৪৫ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা, এস.এম.সি সদস্যকে ১ দিনের Adolescent এর ওপর কর্মশালা এবং ২৯ জনের ৩ দিনের ই-লার্নিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। রাজস্ব বাজেটের অধীন ৮৯ জনকে ৫ দিনের ইনোভেশন প্রশিক্ষণ ও ৫০ জনকে ৩ দিনের ইনোভেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও রাজস্ব বাজেটের আওতায় এইচ.এস.টি.টি.আই-এ বেসরকারি কলেজের শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে ১৭৫০

জন, আইসিটি বিষয়ে ৩২৭৫ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্সে ৭৫ জন শিক্ষক অংশ গ্রহণ করেন।

- টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টি.কিউ.আই.-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (ঞ.ছ.ও.-ওও)- এর আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১৫ হাজার ৮৪৪ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ হলো যথা : ১৪ দিনব্যাপী আইসিটি ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে ২,০৮৯ জন, ৫দিনের আইসিটি ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভোলপমেন্ট প্রশিক্ষণ (ফলোআপ) ৩১২১ জন, ৪৬ দিনের অ্যাডভান্সড আইসিটি প্রশিক্ষণে ৩০ জন, ১০ দিনের অ্যাডভান্সড আইসিটি রিফ্রেশার প্রশিক্ষণে ৬০৯ জন, ১ দিনের টিকিইআই-২ডিসট্রিক্ট/ক্লাস্টার সেমিনার-১০০ জন, ৩ দিনের কম্পিউটার হার্ডওয়ার ও ট্রাবলশুটিং প্রশিক্ষণে ৭২৬১ জন, ২১ দিনের প্রধান শিক্ষকগণের প্রফেশনাল লিডারশিপ প্রশিক্ষণে ২৯০ জন, ৬ দিনের প্রধান শিক্ষকগণের ফলোআপ প্রশিক্ষণে ১৫৬ জন, ১৪/২৪ দিনের বিষয়ভিত্তিক সিপিডি (৯ম-১০ম গ্রেড) প্রশিক্ষণ ১৪৪৮ জন, ২৪ দিনের বিষয়ভিত্তিক সিপিডি (১১ম-১২তম গ্রেড) প্রশিক্ষণ ৬০৯ জন, ৩ দিনের এস.এম.সি/পিটিএ প্রশিক্ষণে ৪৭ জন, ১০ দিনের মাউশির কমকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণে ৮৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

চিত্র ৩ : টিকিউআই প্রকল্প এর মাধ্যমে বি.এড কারিকুলাম বিস্তরণ বিষয়ক প্রোগ্রাম এবং ঢাকা টিটি কলেজে আইসিটি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ

এছাড়াও বর্ণিত প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

ক) ৯ম-১০ম গ্রেড- CPD প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য নতুনভাবে ৮টি বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (বাংলা, গণিত, ইংরেজী ও জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়) প্রণয়ন ও বিতরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

খ) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ১৪টি সরকারি টিটিসি, ৫টি এইচএসটিটিআই, বিএমটিটিআই, নায়েম, আইইআর এর পাশাপাশি ৩টি ওআরসি, ৩৯টি জেলায় জেলা শিক্ষা অফিস এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করা

হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৯টি জেলায় ০৩ দিনের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও ট্রাবলশুটিং প্রশিক্ষণ ০৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান রয়েছে।

গ) ১১শ-১২শ গ্রেড-এ পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য ১১টি বিষয়ের CPD প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য ৭টি বিষয়ের (বাংলা, ইংরেজি, পৌরনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ও গণিত) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করে বিতরণ করা হয়েছে।

ঘ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরও বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করার জন্য নতুনভাবে বি.এড কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কারিকুলাম সংস্কার কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরিবর্তিত Curriculum অনুসারে ২২টি বি.এড Textbook প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বইগুলো পরিমার্জন ও সংশোধন শেষে এন.টি.ই.সি'র অনুমোদন সাপেক্ষে প্রিন্টিং এর কাজ সম্পন্ন হবে।

ঙ) প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের Secondary Teachers Competency Standard নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা এন.টি.ই.সি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিকুলাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ১৫টি বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষককে সরবরাহ করা হয়েছে। বর্ণিত শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা ব্যবহার বিষয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১,৪৪,৭৬০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষককে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

চিত্র ৪ : সেসিপ প্রোগ্রামের আওতায় হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ

এছাড়াও বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে জীবনদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের জন্য জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। বর্ণিত কর্মসূচির আওতায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ৩০,৪০৭ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ) মাধ্যমিক পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষকদের ৬ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে মাস্টার ট্রেইনার পুল তৈরির নিমিত্ত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১৬৯২ জন এবং বিদ্যালয়ের কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন বিষয়ে ৯৮১৬ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গ) কারিকুলাম বাস্তবায়ন বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৬,৭৭২ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) সেসিপের আওতায় প্রতিষ্ঠিত আইসিটি লার্নিং সেন্টারসমূহকে গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাসহ ৭৩৯ জনকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) দাপ্তরিক কাজে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি বিষয়ে ২২৫জন, এনভায়রনমেন্ট সেইফগার্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ১৯৬ জন ও কারিকুলাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং এন্ড মেন্টরিং বিষয়ে ৭৬১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) সেসিপ-এর আওতায় আইসিটি লার্নিং সেন্টার পরিচালনা ও আইসিটি বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের (বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা) প্রধান শিক্ষক ২৭৫ জন, সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) ১৭৫ জন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ১৩৫ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৫৮৫ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অধীনে ১৫০০ বেসরকারি কলেজের প্রতিটি কলেজ থেকে ৩ জন করে ২১ দিনব্যাপী মোট ৪৫০০ জন বিজ্ঞানের শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন, সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার ট্রাবল স্যুটিং এবং কম্পিউটার ল্যাব অপারেশান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে শিক্ষকগণ তাদের নিজ নিজ বিষয়ে মানসম্পন্ন কনটেন্ট প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন এবং ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন-২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩৮৪১জন

বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ১১৩৯ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- "শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হলো চার হাজার বি.সি.এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণকে ২১ দিনব্যাপী 'বিষয়ভিত্তিক ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২০টি ব্যাচে ৫৯৫ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- আইসিটি প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স, ১২টির মধ্যে ০৯টি ব্যাচে মোট ২৭৩ জন (সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক, সরকারি ও বেসরকারি কলেজ) শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠোমো উন্নয়ন :**

১. তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৪০০টি কলেজের ভবন নির্মাণ সম্পন্ন এবং ৯২৯ টি কলেজের ৩য় ও ৪র্থ তলা ও ৩৫টি কলেজের ১ম ও ২য় তলার কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও এ অর্থ বছরে ৬০০টি কলেজে ক্লাসরুম, সভাকক্ষ ও ক্যান্টিনের জন্য ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্র ৫: ১৫০০ বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম শংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ

২. শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৭০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সরকারি কলেজে (প্রতিটি জেলায় ১টি করে, ব্যতিক্রম ঢাকা জেলায় ৫টি ও চট্টগ্রাম জেলায় ৩টি) মোট ২১৯টি নতুন ভবন নির্মাণ এবং ৭৯ টি হোস্টেল ভবন (৫৮টি ছাত্রী হোস্টেল এবং ২১ টি ছাত্র হোস্টেল) নির্মাণ করার লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৯৫টি নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত এবং ৩৪টি নতুন হোস্টেল ভবনের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্র ৬ : ৭০ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ প্রকল্প কর্তৃক নির্মিত রাজশাহী কলেজ এবং বাক্ষণবাড়ীয়া সরকারি কলেজ

৩. সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় আন্ডারসার্ভড এলাকায় ১০০টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পন্ন ৪৩টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৯৩টি প্রতিষ্ঠানের নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন। অবশিষ্ট ৭টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও সেসিপ-এর আওতায় ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রি-ভোকেশনাল ও ভোকেশনাল কোর্স চালু।প্রথম পর্যায়ে পাইলট স্কীমের আওতায় ৬৪০টি বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু হবে। সাধারণ ধারার শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি একটি ট্রেড শেখার সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত পরামর্শকগণ একটি খসড়া প্ল্যান দাখিল করেছেন এবং এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সেসিপ-এর আওতায় ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে প্রি-ভোকেশনাল ও ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের লক্ষ্যে ভবন নির্মাণের জন্য টেন্ডার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও

- ✓ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর বুদ্ধিজীবী হোস্টেল-এর চার তলা উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ এবং দুইটি শ্রেণিকক্ষ সংস্কার করা হয়েছে
- ✓ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ২০তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক প্রাথমিক ড্রইং-ডিজাইন প্রণয়ন সম্পন্ন
- ✓ বান্দরবান জেলা শিক্ষা অফিস ভবন ও ৪৬ টি জেলা শিক্ষা অফিসের আনুভূমিক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কার্যাদেশ জারি হয়ে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে

৯. **ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্প :**

ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্প"-এর মাধ্যমে ইতোপূর্বে ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (দুয়ারিপাড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়, সবুজবাগ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সবুজবাগ সরকারি মহাবিদ্যালয়) নির্মাণ ও পূর্ত কাজের অগ্রগতির হার গড়ে ৯০%। এছাড়াও ০২টি মহাবিদ্যালয়ের (দুয়ারিপাড়া সরকারি মহাবিদ্যালয় এবং সবুজবাগ সরকারি মহাবিদ্যালয়) জুলাই/২০১৮খ্রি. থেকে ক্লাস শুরুর লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা পদায়ন করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুযায়ী ০২টি প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দকৃত আসবাবপত্র এবং কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে স্থাপিত প্রকল্পভুক্ত ১৪টি প্রতিষ্ঠানের লিফট, জেনারেটর এবং আইটি ল্যাবে এ.সি স্থাপনের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ই.ই.ডি) কর্তৃক গৃহীত টেন্ডার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। দুয়ারীপাড়া মহাবিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ফটক নির্মাণ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ০১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (সবুজবাগ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়) শিক্ষা কার্যক্রম আগামী জানুয়ারি/২০১৯ খ্রি. থেকে শুরু হবে। অত্র প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অবশিষ্ট ০৩টি প্রতিষ্ঠানের জন্য মোট ২০৩ জন শিক্ষক ও কর্মচারীর পদ রাজস্ব খাতে নতুনভাবে সৃজনের লক্ষ্যে মাউশি অধিদপ্তর হতে একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

চিত্র ৭ : ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

১০. সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প

সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে লাক্কাতুরা টি গার্ডেন এলাকায় "সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়"-এর ঊর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ এবং প্রধান শিক্ষকের বাসভবন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। সিলেট শহরে দক্ষিণ সুরমার হবিনন্দী মৌজায় "দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুল"-এর একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে।

কাউনিয়া হাউজিং এলাকায় নির্মিতব্য শহিদ আরজু মনি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- বরিশাল এবং রূপাতলী হাউজিং এলাকায় "শহিদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-বরিশাল এর ঊর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলায় নির্মাণ এবং প্রধান শিক্ষকের বাসভবন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে।

খানজাহান আলী থানার কেডিএ হাউজিং এলাকায় "খুউক খানজাহান আলী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খুলনা ঊর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলায় নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৯৫%। খুলনা শহরের লবনচড়া মৌজায় "সালাহ উদ্দীন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়" খুলনা -এর একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ৭ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসভবন নির্মাণ কাজ চলছে। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার কৃষ্ণনগর মৌজায় "দেলদার আহমেদ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়"- খুলনা এর একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্র ৮ : শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,বরিশাল এবং খুউক খানজাহান আলী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা

জুন ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকল্প ব্যয় ১০২২২.৯৯ (একশত দুই কোটি বাইশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার)

এখানে উল্লেখ্য যে বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট শহরের দক্ষিণ সুরমা সরকারি হাই স্কুল" খুলনা শহরের সালাহ উদ্দীন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দেলদার আহমেদ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়"- ৩টি বিদ্যালয়ের জন্য কর্মকর্তাদের (টিচিং স্টাফ- ২৭*৩ =৮১টি) এবং কর্মচারী (নন টিচিং স্টাফ ৭*৩ =২১টি) সর্বমোট ১০২টি পদ রাজস্ব খাতে নতুনভাবে সৃজনের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১. ডিজিটাল বাংলাদেশ :

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি'র ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মোট ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন সেসিপ-এর একটি অন্যতম কর্মসূচি। এ লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ২৭০টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার, সার্ভার ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহের নিমিত্ত অর্থ ও ক্রয় শাখা, মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক ৮৪০০.০০ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ICT Learning Centre এর জন্য Computers, Equipment and Accessories (UPS, IPS, Laser Printer, Wall Mount Rack, Power Extension Board/Power Strip, Full Smart TV as Monitor সহ মোট ১১টি আইটেম) ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে। ই-লার্নিং মডিউলগুলো সকল ধরনের ডিভাইস যেমন ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন ইত্যাদিতেও ব্যবহার করা যাবে।

চিত্র ৯ : সেসিপ-এর আওতায় স্থাপিত আইসিটি লার্নিং সেন্টার এবং ই-লার্নিং মডিউল প্রস্তুতি বিষয়ে কর্মশালা, আরডিএ, বগুড়া

এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরসমূহের জন্য ১,০৩৪ টি ল্যাপটপ অন্যান্য ICT সরঞ্জাম (কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, আইপিএস ও ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি) বিতরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিদর্শকদের জন্য ৬৪০টি মটরসাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে।

- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের শুরু থেকে জুন-২০১৮ পর্যন্ত মোট ৫৩০টি কলেজে আইসিটি ল্যাব, ২৫০টি কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ১০টি কলেজের ক্লাসরুমে পরীক্ষামূলকভাবে স্মার্টবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ১৯২টি কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপন ল্যাব স্থাপন সম্পন্ন এবং ৩৭৭টি কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপনের কাজ চলমান আছে। এছাড়াও ২০০টি কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন সম্পন্ন এবং ৫৫৮টি কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পভুক্ত ১৫০০টি কলেজে স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে।

- শিক্ষায় আইসিটির বিস্তার ঘটানোর লক্ষে সারাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা। বিদ্যুতবিহীন প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ নিশ্চিত করা হবে। ফলে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী মাল্টিমিডিয়া ক্লাস কার্যক্রমে অংশগ্রহনের সুযোগ পাবে।

○ টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টি.কিউ.আই.-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (T.Q.I.-II)- এর আওতায় যে সকল জেলায় সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অথবা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নেই এমন ৪৮টি জেলা এবং ঢাকায় ৩টি মোট ৫১টি ক্লাস্টার সেন্টার স্কুল (সিসিএস)/সিসিএস কাম ই-লার্নিং সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আইসিটিভিত্তিক শিখন-শিক্ষণ পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও চালু রাখা যাবে। ৫১টি সি.সি.এস-এর মধ্যে ৪১টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন এবং ৯টির নির্মাণ কাজ ৪০-৯০% সম্পন্ন হয়েছে বাকী ১টির নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চিত্র ১০ : টিকিউআই-২ প্রকল্পের মাধ্যমে জামালপুর জেলা স্কুলে ই-লার্নিং সেন্টার

এছাড়াও বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য্য করে গড়ে তুলার লক্ষ্যে ১০টি ই-ল্যাব (HSTTI- ৫টি, BMTTI- ১টি, ঢাকা টির্চাস ট্রেনিং কলেজ-১টি, শেরে বাংলা নগর স্কুল- ১টি এবং মতিঝিল গভঃ হাই স্কুল- ১টি) স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে যার অগ্রগতি ৯০%।

১২. ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি সর্ম্পকিত তথ্য (বিষয় ও ক্লাস ভিত্তিক) :

ক) সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ICT for Pedagogy কার্যক্রম :

আইসিটি লার্নিং সেন্টারে ব্যবহারের জন্য একটি ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে ই-লার্নিং মেটারিয়ালস্ প্রস্তুত করা হয়েছে। আইসিটি লার্নিং সেন্টার (আইএলসি) ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানের আলোকে সেসিপ ICT for Pedagogy কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ

কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকর এবং আকর্ষণীয় করার জন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কম্পিউটারে সংরক্ষিত ই-লার্নিং মডিউল ব্যবহার করে নিজেদের সৃজনশীলতারও বিকাশ ঘটাতে পারবে। সীমিত পরিসরে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বাইরের পৃথিবী সম্পর্কেও তারা জ্ঞান লাভ করতে পারবে। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যেন তারা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। আইসিটি ফর পেডাগজি প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়ে আইসিটি লার্নিং সেন্টার (আইএলসি) প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রতিটি লার্নিং সেন্টারে ২১টি করে ল্যাপটপ এবং একটি বড় মনিটর থাকবে। ল্যাপটপগুলো সার্ভারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকবে। আইএলসি শ্রেণিকক্ষের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল সবগুলো ল্যাপটপ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত এবং যেকোনো কম্পিউটারের লেখা মনিটরে প্রদর্শন করা যাবে। পাশাপাশি ল্যাপটপগুলোর মধ্যে ফাইল শেয়ারিং, ইন্টারনেট শেয়ারিং ও প্রিন্টার শেয়ারিং থাকবে। বিদ্যালয়ের সার্ভার কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে যুক্ত থাকবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত ও প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকার আলোকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির জন্য ছয়টি বিষয়ের ওপর ই-লার্নিং মডিউল তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। ছয়টি বিষয় হলো :

সপ্তম শ্রেণি	(১) বাংলা, (২) ইংরেজি, (৩) গণিত, (৪) বিজ্ঞান, (৫) বাংলাদেশ ও গ্লোবাল স্টাডিজ ও (৬) আইসিটি
অষ্টম শ্রেণি	(১) বাংলা, (২) ইংরেজি, (৩) গণিত, (৪) বিজ্ঞান, (৫) বাংলাদেশ ও গ্লোবাল স্টাডিজ ও (৬) আইসিটি

ই-লার্নিং মডিউল তৈরি করার জন্য একটি অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি এনসিটিবি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ও সেসিপের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা ও কাঙ্খিত শিখনফলের আলোকে ই-লার্নিং মডিউল তৈরি করছে। ই-লার্নিং মডিউল কোনভাবেই পাঠ্যবইয়ের বিকল্প হবে না, বরং শ্রেণিকক্ষের পাঠ উপস্থাপনের জন্য সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ই-লার্নিং মডিউলগুলো আইসিটি লার্নিং সেন্টারের ল্যাপটপগুলোতে আপলোড করা থাকবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের সুবিধামত ব্যবহার করতে পারবেন।

পাশাপাশি মডিউলগুলো অনলাইনেও রাখা হবে। ই-লার্নিং মডিউলগুলো সকল ধরনের ডিভাইস যেমন ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন ইত্যাদিতেও ব্যবহার করা যাবে।

খ) ই-লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস/ডিজিটাল টেক্সট বুক প্রণয়ন :

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমন্টে-২ (টকিউিআই-২) ইন সেকেন্ডোরি এডুকশেন প্রজক্টে ((TQI-II)) এর আওতায় : ই-লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস/ডিজিটাল টেক্সট বুক প্রণয়ন ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এনসিটিবি প্রণীত ১৬টি বইয়ের ইন্টারেকটিভ ডিজিটাল টেক্সট বুক প্রণয়নের ১ম পর্যায়ের স্ক্রিপ্ট প্রণয়নের কাজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের বিশেষজ্ঞ, কারিকুলাম ও বিষয় বিশেষজ্ঞের/সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে। ২য় পর্যায়ের কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে এনসিটিবি'র সাথে MOU সম্পাদন করা হয়েছে। এনসিটিবিকে কস্ট সেন্টার করার প্রস্তাব এডিবি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। NCTB তত্ত্বাবধানে Interactive Digital Text Book প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

১৩ . মাউশি'র আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ iBAS++ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কাজকে গতিশীল করার লক্ষে মাউশি'র আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ iBAS++ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করণ। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ১১৩৭৮৫৬৩৫০০০/- (এগার হাজার তিনশত আটাত্তর কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত বাজেটের মধ্য থেকে ২৭৮৫১২০৮০০০/- (দুই হাজার সাতশত পচাশি কোটি বার লক্ষ আট হাজার) টাকা মাউশি'র আওতাধীন ১২৩২টি (প্রধান কার্যালয় ০১টি, আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসসমূহ ০৯টি, জেলা শিক্ষা অফিসসমূহ ৬৪টি, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসসমূহ ৪৯১টি, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহ ২৫টি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ৩৪৩টি, সরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ ২৯৪টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ ০৫টি) সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোডে বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ১৮৫৬২ টি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে (বেসরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ ২৩৬৫টি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ১৬১৯৭) ৮৫৯৩৪৪২৭০০০/- (আট হাজার পাঁচশত তিরানব্বই কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকা এককালীন ছাড় করা হয়েছে।

১৪. মাধ্যমিক পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহ :

- ✓ সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে শিক্ষকগণকে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ২০,০০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহ কর্মসূচি গৃহীত য়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহের লক্ষ্যে ১০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪টি লটের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহের নিমিত্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রিম বাবদ এলসি'র মাধ্যমে মোট ১০৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। একটি লটের মালামাল (লট-৪) ইতোমধ্যে বন্দরে পৌঁছেছে। বর্তমানে মাল খালাস প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ✓ উল্লেখ্য ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১৬ রকমের Science Equipment সংরক্ষণের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সিলেট অঞ্চলে ২,২২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে- স্টিলের আলমারি ও কাঠের সেলফ) সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫টি অঞ্চলে ১১,১১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহী এবং কুমিল্লা) আসবাবপত্র সরবরাহ চলমান রয়েছে।
- ✓ আন্ডারসার্ভড এলাকায় স্থাপিত ১৬টি বিদ্যালয়ের ৭০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সুবিধা-বঞ্চিত এলাকার প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ১০০০ জন রিসোর্স টিচার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

১৫. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম :

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টি.কিউ.আই.-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (T.Q.I.-II)- এর আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের আদর্শমান নির্ধারণ ও বাস্তবায়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় NTEC গঠন করে তা কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে NTEC'র সাংগঠনিক কাঠামো ও আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর অপেক্ষায় রয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সমন্বিতকরণের জন্য এনটিআরসিএ ও এনটিইসি কার্যক্রমের উপর একটি গবেষণা সম্পন্ন এবং প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মের মাধ্যমে এনটিআরসিএ এবং এনটিইসি-এর কার্যক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য চিহ্নিত করা হয়েছে যা প্রতিষ্ঠান ২টি একীভূত হওয়া বা না হওয়া বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

১৬. "টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (টি.কিউ.আই.-২)-এর আওতায় এর মাধ্যমে গবেষণা ও সমীক্ষা কার্যক্রম :

1. Policy Guidelines on Secondary Teacher Competency Standards
   শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সমন্বিতকরণের জন্য এনটিআরসিএ ও এনটিইসি কার্যক্রমের উপর একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন এবং প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের Secondary Teachers Competency Standard' নির্ধারণ করে তা অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে। এই পলিসির আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য ৪টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন : **(i) Professional Knowledge or Content Knowledge, (ii) Professional Practice or Pedagogical Knowledge, (iii) ICT Integration in Teacing Profession or Use of Technology, (iv) Professional Learning Ethics and Moral Values** এই ৪টি ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে ৪ ধরণের শিক্ষকের শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। যেমন : **(i) Begining Teacher (ii) Developing Teacher (iii) Advanced Teacher (iv) Expert Teacher**-এই দক্ষতাগুলো অর্জনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক Begining Teacher থেকে Expert Teacher-এ পরিণত হবেন।
2. **Secondary Teacher Carrer Path** এর মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত সোপান তৈরি করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কস্ট মডেলিং করা হয়েছে যা শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও সন্তুষ্টি বিধান করবে। এছাড়াও **Demand of Supply of Teachers** শীর্ষক গবেষণা কর্মের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক কতজন শিক্ষক প্রয়োজন এবং প্রয়োজন অনুসারে কতজন শিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছেন তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১৭. পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন ঃ

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টি.কিউ.আই.-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (T.Q.I.-II)- এর মাধ্যমে-

1) Policy Guidelines on Establishing Centers of Excellence (COE) :

এই গাইডলাইনের আওতায় ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মধ্যে ৩টি টিটিসিকে ৩টি বিষয়ের ওপর Centre of Excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ৩টি টিটিসি হলো যথাক্রমে : ঢাকা টির্চাস ট্রেনিং কলেজ- ইংরেজি বিষয়ে, রাজশাহী টির্চাস ট্রেনিং কলেজ- গণিত বিষয়ে এবং সিলেট টির্চাস ট্রেনিং কলেজ- বিজ্ঞান বিষয়ে। Centre of Excellence হচ্ছে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ দক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত (শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য) মডেল প্রতিষ্ঠান, যেখানে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে, বিশেষ করে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে। Centre of Excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে (প্রতিটিতে ৬৫.০০ লক্ষ টাকা করে) ১৯৫.০০ লক্ষ টাকা প্রেরণ করা হয়েছে। এই মডেল প্রতিষ্ঠানে যারা পড়াবেন তাঁদের জন্য দেশে বিদেশে উচ্চতর পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ থাকবে। তাছাড়া থাকবে শিক্ষা উপকরণ, অফিস যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট, ল্যাবরেটরি এবং লাইব্রেরি উন্নয়ন যা দেশের অন্যান্য সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অনুসরণ করবে।

2) Policy Guidelines on Recognition of Prior Learning (RPL) Implementation:

এই নীতির আওতায় এমন একটি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে যার মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের যে সকল শিক্ষক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা অর্জন করবে তাঁদেরকে একটা নির্দিষ্ট ক্রেডিট প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। এই ধরণের শিক্ষণ দক্ষতা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যেভাবেই অর্জন করুক না কেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে তাঁর স্বীকৃতি প্রদান করে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা থাকবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

3) Policy Guidelines on Inclusive Education in Secondary Education:

টিকিউআই-২ প্রকল্প Inclusive Education Framework বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, মহিলা শিক্ষক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রীদের কল্যাণে কাজ করা হচ্ছে।

এছাড়া, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিকভাবে অনগ্রসর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিছিয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীদের এগিয়ে নেয়ার জন্য অতিরিক্ত ক্লাসে পাঠদানকারী শিক্ষকদের প্রণোদনা প্রদান করে আসছে। Inclusive Education Program-এর আওতায় মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, এনটিআরসিএ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিসহ এসএমসি, এমএমসি, জিবিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

চিত্র ১১ : টিকিউআই-২ প্রকল্পের মাধ্যমে অনগ্রসর এলাকা শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক ক্লাশ গ্রহণ

4) Policy Guidelines on Continuous Professional Development (CPD) for Secondary Teachers:

এই পলিসির আওতায় শিক্ষকদের বিষয়বস্তু জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি তথা শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করার জন্য চাহিদাভিত্তিক এবং যুগপোযোগী CPD Training এর ব্যবস্থা রয়েছে।

5) Policy Guidelines on Preservice Teacher Education (PSTE) :

এই Pre-Service Education পলিসির মাধ্যমে মানসম্মত Pre-Service শিক্ষক প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ও তাত্ত্বিক কাঠামো প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৮. ইনোভেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট ফান্ড (আইডিএফ) কার্যক্রম ঃ

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টি.কিউ.আই.-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (T.Q.I.-II)- প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ০৯টি IDF এবং ২য় পর্যায়ে ৬টি আইডিএফ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩য় পর্যায়ে ৫টি আইডিএফ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠদানের নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতির

উদ্ভাবন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য ৩টি ক্যাটাগরিতে (১০.০০ লক্ষ, ৫.০০ লক্ষ এবং ২.০০ লক্ষ টাকা) আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

১৯. একীভূত শিক্ষা

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টি.কিউ.আই.-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (T.Q.I.-II)- প্রকল্পের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইনক্লুসিভ এডুকেশন পলিসি প্রণয়ন এবং এডিবি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়েছে। একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত এডভোকেসি কমিউনিকেশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক ইতোমধ্যে ২টি ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে ম্যাটেরিয়ালগুলো চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২০. সেসিপ প্রোগ্রাম এর আওতায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং নীতি-কৌশলগত দলিল প্রণয়ন :

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এর আওতায় শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার, ধারাবাহিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণসহ নানামুখি সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে যা বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অব্যাহত ছিল। সেসিপ-এর আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশলগত দলিল প্রণীত হয়েছে ।

- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালার বিবরণ সম্বলিত National Curriculum Policy Frame Work (NCPF) প্রণীত হয়েছে যা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন হার ও নীতিমালা অনুসরণ করে চলমান উপবৃত্তি কর্মসূচিগুলোকে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে একটি গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে Harmonized Stipend Program (HSP) এর একটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে যা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং বিভিন্ন প্রবণতা বিশ্লেষণ করে প্রথমবারের মত সেসিপ-এর আওতায় Annual Sector Program Report (ASPR) for **২০১৭** প্রকাশিত হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনাক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালার বিবরণ সম্বলিত একটি খসড়া Education Institution Construction Policy Guideline (EICPG) প্রণীত হয়েছে।

- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা এবং সুবিধাভোগীদের দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে National Assessment Center (NAC) প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ধারণপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Secondary Teacher Development Policy (STDP)-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কারিকুলাম, ই-লার্নিং, এমপিও বিতরণ, রিসোর্স টিচার, আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা, পারফরমেন্স বেইজড মেনেজমেন্ট বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে ৫১টি কর্মশালার মাধ্যমে ৩২৫১ জন অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২১. সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা :

দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করার জন্য “সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন” করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ-৮ম, ৯ম-১০ম এবং একাদশ-দ্বাদশ এই তিনটি গ্রুপে প্রতিবছর দেশব্যাপী নির্ধারিত তারিখে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুর“ হয় এই প্রতিযোগিতা। অতঃপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে। নির্বাচিত সেরা ১২ জন জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি জেলা হতে ৩টি গ্রুপ ও ৪টি বিষয়ে নির্বাচিত সেরা মোট ১২ জন করে বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অতঃপর ৮টি বিভাগ ও ঢাকা মহানগরীকে একটি বিভাগীয় ইউনিট ধরে ৩টি পর্যায়ে প্রতি বিষয়ে ৩ জন করে ৪টি বিষয়ে প্রতি বিভাগে মোট (৩*৪)=১২ জন হিসেবে সর্বমোট (১২*৯)= ১০৮ জন সেরা মেধা নির্বাচন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এই ১০৮ জন প্রতিযোগী থেকে ৪ বিষয়ে ১ জন করে ৩ শ্রেণিতে মোট ১২ জনকে ‘বছরের সেরা মেধাবী’ হিসেবে নির্বাচন করা হয়। সৃজনশীল মেধা অন্বেষণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো-

ক. ভাষা ও সাহিত্য (বাংলা ও ইংরেজি)

খ. ৬ষ্ঠ-৮ম পর্যায়ের জন্য দৈনন্দিন বিজ্ঞান এবং ৯ম-১২শ পর্যায়ের জন্য বিজ্ঞান (পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান)

গ. গণিত ও কম্পিউটার

ঘ. বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ (ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান)

২০১৮ সালের ৩ মে আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি জাতীয় পর্যায়ে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২০১৮ উদ্বোধন করেন। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জাঁকজমকপূর্ণ র‍্যালিসহ বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়।

চিত্র ১২ : সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০১৮ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দেশ বরেণ্য বিচারকমন্ডলীর রায়ের ভিত্তিতে ১২ জনকে বছরের সেরা মেধাবীরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে গ্রহণ করে সনদপত্র, মেডেল ও প্রত্যেকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার চেক। বাকী ৯৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকেও ২য় পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার স্বরূপ সনদপত্র বিতরণ, মেডেল প্রদান ও প্রত্যেককে নগদ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা) প্রদান করেন। অন্যান্যবারের মতো ২০১৮ এর সেরা ১২ জন মেধাবীকে ৫ দিনব্যাপী শিক্ষা সফরে তুরস্কে পাঠানো হয়।

২২. জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৮ :

সৃজনশীল মেধান্বেষণের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬ সালে প্রথম উদযাপন করা হয়। বিভিন্ন ইভেন্টে তীব্র প্রতযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ বিজয়ীদের মাঝে ২০১৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮ এর বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী জানুয়ারি/২০১৮ তারিখে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শুরু হয়ে জানুয়ারি/২০১৮ তারিখে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত সমাপ্ত হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এপ্রিল/২০১৮ । এখান থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিজয়ী নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৫ জুন ২০১৮ তারিখে জাতীয় পর্যায়ের ২০১৮ সালের ৯১ জন (নৃত্য উচ্চাঙ্গ ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ২ জন করে

শ্রেষ্ঠ বিজয়ী) শ্রেষ্ঠ বিজয়ীদের এবং ২০১৭ সালের ৮৯ জন শ্রেষ্ঠ বিজয়ীর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি মহোদয় নগদ ৫০০০/-টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর আলোকে বর্তমান সরকার দেশের শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ গুরুতারোপ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রতিটি মাধ্যম স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার প্রতি বছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এ কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্য, মেধাবী ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য অবদান রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান সরকারের লক্ষ্য। একই সঙ্গে জাতীয় সহপাঠ্যক্রম ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের ১৪টি বিষয়ে ৪টি গ্রুপ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান প্রধান, প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়।সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও ম্যানিজিং কমিটি ও শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন কার্যসম্পাদন হয়ে থাকে। ৪টি গ্রুপের নির্বাচন পদ্ধতি নিম্নরুপ :

ক) বিগত বার্ষিক/পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

খ) উপস্থিতি

গ) সঙ্গীত দক্ষতা

ঘ) ক্রীড়া দক্ষতা

ঙ) ছবি আঁকা দক্ষতা, প্রকাশনা, স্কাউট, রেঞ্জার, নেতৃত্ব ও আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বিষয়ে ১০০ নম্বরের মূল্যায়নে নির্বাচন

চ) শিক্ষকের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরির দক্ষতা, সহযোগিতা, সততা সুনাম, নিয়মানুবর্তিতা, প্রকাশনা, বিষয়ে ১০০ নম্বরের মূল্যায়নে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করা হয়।

২৩. ইনোভেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ

ইনোভেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম এর আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) ইনোভেশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই-এর সহযোগিতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পাঁচ দিনব্যাপী বগুড়া ও বরিশালে ৩ টি

“ইনোভেশন ইন সার্ভিস ডেলিভারী” কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ০৩টি কর্মশালায় ১৭ (সতের) টি ইনোভেশন আইডিয়া দাখিল করা হয়। উক্ত ইনোভেশন কর্মশালাড ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ হলো :

- এমপিও সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তির ধাপ কমানো
- শ্রেণিকক্ষে হাজিরা গ্রহণ সহজীকরণ
- অতিরিক্ত ক্লাস হিসেবে সহপাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তি
- Online Based Lesson Plan Monitoring
- এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অনলাইনে সনদ যাচাই কার্যক্রম চালুকরণ
- ওয়েব/অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক অ্যাপসের মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক সুপারভিশন
- মাউশি অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা Apps তৈরি ও বিদ্যমান ওয়েবসাইটের সাথে সংযোগস্থাপন
- বি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদানে অনুশীলন আধুনিকায়ন
- প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধকরণ
- স্টুডেন্টস ফর স্টুডেন্টস
- দলগত কাজের মাধ্যমে পাঠদান
- শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষ
- শ্রেণিকক্ষে ‘ প্রশ্নবক্স’ স্থাপন
- লাইব্রেরিতে বই আদান প্রদান ওয়েব ভিত্তিক করা
- এসিআর স্ক্যান, সংরক্ষণ ও স্বয়ংক্রিয় বার্তাপ্রেরণ
- উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তাকরণ
- প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ

২৪. প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল ধারার শিক্ষার সাথে সংযুক্তকরনের উদ্যোগ গ্রহণ :

অটিজম অ্যান্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিজ (NAAND) শীর্ষক প্রকল্পটির ম্যাধমে একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের সকল অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৮ নং সেক্টরের ৩.৩৩ একর জমির রেজিস্ট্রেশন, নামজারী এবং খাজনা প্রদানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও

ক) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ২০০ জনকে (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা কর্মকর্তা ও অভিভাবক) মাস্টার ট্রেইনার এবং পাঁচ দিনব্যাপী ৮০টি প্রশিক্ষণে ৩২০০ জন অভিভাবক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষককে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৬০টি উপজেলায় দিনব্যাপী অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপে ৬০০০ জন অভিভাবক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেছে। ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক প্লান ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার ২০১৬-২০২১ বাস্তবায়নে ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় পাইলটিংয়ে গত ২৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে দিনব্যাপী ১৮০ জনের (এনডিডি শিশুর অভিভাবক ও শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, মিডিয়াকর্মী, সরকারি কর্মকর্তা) অংশগ্রহণে সেমিনার আয়োজন করা হয়।

চিত্র ১৩ : অটিস্টিক একাডেমি প্রজেক্টের মাধ্যমে আয়োজিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীরা

খ) ২ এপ্রিল “১১তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৮” উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লু লাইট প্রজ্জলনের জন্য এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে অটিজম বিষয়ক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এর ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্লু লাইট প্রজ্জলন করা হয় হয়। অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক ব্রুশিয়ার, লিফলেট এবং পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে ও তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২৪. সহশিক্ষা কার্যক্রম :

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও ৪৬ তম গ্রীষ্মকালীন প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায়ে (১৪ হতে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭) খেলা কেন্দ্রীয় ক্রীড়া উদ্যান, যশোরে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীষ্মকালে ০৪টি খেলা যথাঃ সাঁতার (ছাত্র), ফুটবল (ছাত্র-ছাত্রী), কাবাডি (ছাত্র-ছাত্রী) ও হ্যান্ডবল (ছাত্র-ছাত্রী)। এছাড়াও ৪৭তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জাতীয় পর্যায়ে (২১ হতে ২৫ মার্চ ২০১৮) বঙ্গবন্ধু উদ্যান, বরিশাল এ অনুষ্ঠিত হয়। শীতকালে ০৭টি খেলা যথা: অ্যাথলেটিকস্ (ছাত্র-ছাত্রী), ক্রিকেট (ছাত্র-ছাত্রী), ব্যাডমিন্টন ছাত্র-ছাত্রী (একক ও দ্বৈত), ভলিবল (ছাত্র-ছাত্রী), টেবিল টেনিস ছাত্র-ছাত্রী (একক ও দ্বৈত), হকি (ছাত্র-ছাত্রী), বাস্কেটবল (ছাত্র-ছাত্রী), মোট ১১টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লিখিত ২টি খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.।

চিত্র ১৪ : ৪৬ তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮

এছাড়াও মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকদের ২৮তম রিফ্রেসার ট্রেনিং কোসর্টি ১১ হ'তে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১৭টি জেলার মোট ১০০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

পরিশেষে বলা যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকারের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।